স্পেকট্রামের ধ্বংসাবশেষের পাশেই নতুন স্পেকট্রাম তৈরির জন্য মাটি ভরাট চলছে

আরেক ট্র্যাজেডির অপেক্ষা

অনুমোদন ছাড়াই আবার তৈরি হচ্ছে স্পেকট্রাম!

সাভারের পলাশবাড়ীর স্পেকট্রাম গার্মেন্টস। শত শত শ্রমিকের জীবন্ত চাপা পড়ে নিহত হওয়ার এক বিয়োগান্ত অধ্যায়। স্পেকট্রামের ধ্বংসাবশেষের পাশেই চলছে মাটি ভরাট প্রক্রিয়া। উদ্দেশ্য- নতুন ভবন নির্মাণ। এক কালো অধ্যায়ের ক্ষত শুকাতে না শুকাতেই কাঁচামাটির ওপর আবার ভবন নির্মাণের প্রক্রিয়া চলছে। সাভার ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড থেকে অনুমোদন নেয়া হয়নি। রাজউক থেকে নকশা প্রণয়ন করা হয়নি। তারপরও নিচু খাল ভরাট করে চলছে ভবন নির্মাণের কাজ। একটি দুর্ঘটনার সুষ্ঠু বিচার না হওয়ার আগেই যারা এ ভবন নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছে, তাদের খুঁটির জোর কোথায়? সরকারি দলের সাংসদের মেয়ের জামাই বলেই কি এমন স্পর্ধা? ...রিপোর্ট খোন্দকার তাজউদ্দিন

‘বাড়ি থেকে ফেরার সময় স্ত্রী বলছিল, আমার জানি কেমন কেমন লাগতাছে। তুমি একদিন থাইক্কা যাও। গার্মেন্টসের চাকরি, তাই বউয়ের কথা শুনি নাই। সন্ধ্যা থেকেই আমার মনের মধ্যে আনচান করতাছিল। অপারেটরের চাকরি। রাতে ডিউটি করতে চাই নাই। তার পরেও যখন শিফট পড়ল, মন আরো খারাপ হয়ে গেল। রাতের খাবার খেয়ে শুধুই বউয়ের কথা মনে হচ্ছিল। নতুন বিয়ের সবেমাত্র দেড় মাস পার হয়েছে। বউয়ের হাসিমাখা মুখ মনের পর্দায় ভেসে উঠছে। হঠাৎ এটম বোম পড়লো। দুম করে আওয়াজ। কারেন্ট চলে গেল। বুঝলাম আজ রোজ কিয়ামত শুরু হয়ে গিয়েছে। জীবনের পুণ্য হিসাবে পড়তে শুরু করলাম লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ। হঠাৎ মাথার বাম পাশে প্রচন্ড বাড়ি লাগলো। বুঝলাম মারা যাচ্ছি। এর পরে আর কিছু মনে নাই।’

দেশের বহুল আলোচিত স্পেকট্রাম দুর্ঘটনার নির্মম শিকার কুমিল্লা জেলার বুড়িচং থানার মহেশপাড়া গ্রামের মৃত বাচ্চু মিয়ার পুত্র মোঃ কামাল উদ্দিন এভাবেই সেদিনের সেই ভয়াল স্মৃতি বর্ণনা করলেন। ট্রমা সেন্টারের ৬ষ্ঠ তলার ৪নং বেডে শুয়ে তিনি জানালেন, মাথায় আঘাত পাওয়ার একদিন পর সেনাবাহিনীর উদ্ধারকর্মীরা তাকে উদ্ধার করে অজ্ঞান অবস্থায় প্রথমে ভর্তি করে এ্যাপোলো হাসপাতালে। পরবর্তীতে সিএমএইচ, পঙ্গু হাসপাতাল হয়ে এখন ট্রমা সেন্টারে। সম্মিলিত গার্মেন্টস দর্জি শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি রায় রমেশ চন্দ্রের সার্বিক সহযোগিতায় এখন তার চিকিৎসা চলছে। মাথা, দুই হাত, দুই পা ভাঙা কামাল উদ্দিন এখন অনেকটা সুস্থ হলেও চলচ্ছক্তিহীন। সাভার পলাশবাড়ীর স্পেকট্রামের দুর্ঘটনায় হাত প্যারালাইজড হয়ে যাওয়া শ্রমিক মোঃ মোতালিব জানালেন, ‘আমার ঘাড় ও হাতের উপরে ইট ও রড পড়ে। সারা রাত আমার চেতনা ছিল না। সকালের আলো ও মানুষের ফিসফিসানি শুনে আমি চিৎকার দিতে থাকি। এক সময় সেনাবাহিনীর উদ্ধারকর্মী দল আমায় উদ্ধার করে। জীবনে বেঁচে গেলেও পঙ্গুত্বের অসহায়ত্ব নিয়েই বাকি জীবন কাটাতে হবে। জীবনের এ অসহায়ত্বের তীব্র কষ্টের কথা কাউকে বুঝানো যায় না।’

স্পেকট্রাম দুর্ঘটনার পর যথাসময়ে উদ্ধার তৎপরতা শুরু হলেও উদ্ধারকাজে ব্যবহার করা হয়েছিল মান্ধাতা আমলের সরঞ্জাম। প্রচুর লোকবল নিয়ে অসহায়ের মতো দাঁড়িয়ে ধ্বংসযজ্ঞের বীভৎসতা দেখা ছাড়া উদ্ধারকর্মীদের আর কিছু করার ছিল না। উদ্ধার তৎপরতায় সরকারের ব্যর্থতা প্রসঙ্গে স্থানীয় সংসদ সদস্য ডা. দেওয়ান সালাউদ্দিন আহমেদ বাবুর সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলে তার পরিবার থেকে জানানো হয় তিনি আমেরিকায় রয়েছেন। একই প্রসঙ্গে বিরোধীদলীয় নেতা তালুকদার তৌহিদ জং মুরাদ সাপ্তাহিক ২০০০-কে বলেন, ‘উদ্ধারের নামে যা কিছু করা হয়েছিল তার সবই ছিল হাস্যকর। আর্মি, পুলিশ, র‍্যাব, ফায়ার ব্রিগেড সবই ছিল, কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। উদ্ধারের নামে সেদিন প্রতারণার নাটক মঞ্চস্থ করা হয়েছিল।’

উদ্ধার হওয়া শ্রমিকদের প্রায় সবাইকে প্রাথমিকভাবে এ্যাপোলো হাসপাতাল ও সিএমএইচে ভর্তি করা হয়। মালিকপক্ষ থেকে দাবি করা হয় শ্রমিকদের চিকিৎসা খরচের ৮০ ভাগ তারা বহন করেছে। এ প্রসঙ্গে স্পেকট্রাম গার্মেন্টসের পরিচালক হাশেম ফকির সাপ্তাহিক ২০০০-কে বলেন, ‘আমাদের ভবন নির্মাণে কোনো ত্রুটি ছিল না। ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের নিয়ম মেনেই তারা কারখানা তৈরি করেছে। নিহত ৫৪

জনের পরিবারকে বিজিএমইএ'র মাধ্যমে ৭৯ হাজার টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেয়া হয়েছে। আহতদের চিকিৎসা খরচের ৮০ ভাগ বহন করা হয়েছে।' অথচ শ্রমিকরা বলছে ভিন্ন কথা। স্পেকট্রামের শ্রমিক আহত নূর-এ আলম সাপ্তাহিক ২০০০-কে বলেন, 'আমার চিকিৎসার খরচ কর্তৃপক্ষ কিছু দিয়েছে। কিছুটা সহযোগিতা করেছেন রায় রমেশ চন্দ্র। বাকিটা আমার পরিবার থেকে। আমার একটি হাত কাটা পড়েছে। এখন আমার কী উপায় হবে?' একইভাবে কিডনি ইনফেকশনে ভোগা মিলন বেঁচে থাকার জন্য সবার সহযোগিতা চান। গত ১৪ জুন স্পেকট্রাম গার্মেন্টস এলাকায় জাতীয় শ্রমিক লীগের সমাবেশে বিরোধীদলীয় নেত্রী নিহত ও আহত ২৩ জনের পরিবার ৫ হাজার টাকা করে প্রদান করেন। তিনি সমাবেশে ঘোষণা দিয়েছিলেন আগামীতে ক্ষমতায় গেলে গার্মেন্টস শ্রমিকদের জন্য ট্রাস্টি ফান্ড গঠন করবেন। শ্রমিকদের সন্তানদের জন্য ডে কেয়ার সেন্টার এবং যাতায়াতের জন্য পরিবহনের ব্যবস্থা করবেন। এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের শিল্পবিষয়ক সম্পাদক লে. কর্নেল ফারুক খান এমপি সাপ্তাহিক ২০০০-কে বলেন, 'শ্রমিকের কল্যাণ সাধন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি আওয়ামী লীগের চিন্তা -চতনা এবং নীতির একটি অংশ। '৯৬-২০০১-এ আমরা তার প্রমাণ রেখেছি। বেতন সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি এবং অনেক মিল কলকারখানা শ্রমিকদের ব্যবস্থাপনায় ছেড়ে দিয়েছি। সাভারের দুর্ঘটনাকে নিছক দুর্ঘটনা বলা যাবে না। এটা মিল মালিকদের অনিয়ম ও নির্মাণ ত্রুটির প্রতীক। আমরা যদি আগামীতে সরকার গঠন করি তাহলে সব ধরনের শিল্প দুর্ঘটনা রোধে বাস্তবমুখী ও আধুনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করবো। গার্মেন্টস শ্রমিক কল্যাণ ট্রাস্টসহ কল্যাণমুখী সব ব্যবস্থা গ্রহণ করবো।'

একইভাবে বাংলাদেশ ন্যাশনাল কাউন্সিল অব লেদার গার্মেন্টস এন্ড টেক্সটাইল ওয়ার্কার্সের প্রচেষ্টায় ইন্টারন্যাশনাল টেক্সটাইল গার্মেন্টস এন্ড লেদার ওয়ার্কার্স ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক নেইল কার্নেগি জাতীয় প্রেসক্লাবে চাকরিহারা ৫০০ শ্রমিককে ২ হাজার টাকা করে প্রদান করেন। বিষয়টি নিয়ে স্থানীয় ধামসোনা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ফারুক হোসেন সাপ্তাহিক ২০০০-কে বলেন, দুর্ঘটনার পর থেকে আমরা আহতদের পাশে ছিলাম। এখন পর্যন্ত আমাদের সামর্থ্যের মধ্যে আহতদের পরিবারকে সহযোগিতা করে যাচ্ছি।' সম্মিলিত গার্মেন্টস দর্জি শ্রমিক ফেডারেশন ও বিএনসির পক্ষ থেকে ট্রমা সেন্টারে ১৫ জন শ্রমিকের চিকিৎসা করানো হয়। তারা হলেন মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, মোঃ নূরে আলম, মোঃ জহিরুল ইসলাম, মোঃ মোতালেব মিয়া, নেসার উদ্দিন তালুকদার, মোঃ সাদেকুল ইসলাম, মঞ্জুরুল ইসলাম, মোঃ কামাল হোসেন, মোঃ হাফিজুর রহমান, মোঃ শিপন মিয়া, মোঃ কামরুল মোজাফফর মিয়া, মান্নান শেখ, মোঃ মজিদ শেখ, মোঃ রফিকুল ইসলাম।

স্পেকট্রাম গার্মেন্টসের ধ্বংস স্তূপ

শ্রমিকদের চিকিৎসায় সার্বিকভাবে সহযোগিতা করেছে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ইনডিটেক্স। স্পেকট্রাম দুর্ঘটনার পর সরকারপক্ষের নির্লিপ্ততা সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আহতদের চিকিৎসা, নিহতদের সৎকারের পরিবর্তে সরকারপ্রধানের লালগালিচা সংবর্ধনা নানাভাবে সমালোচিত হয়। তার পরও বিজিএমইএ ছিল বেশ তৎপর। আহতদের চিকিৎসা, নিহতদের উদ্ধার ও সার্বিক সহযোগিতা প্রসঙ্গে বিজিএমইএ সভাপতি আনিসুল হক সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'আমরা দুর্ঘটনার পর ৮টি টিম সেখানে কাজ করেছি। আহতদের বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসার সুব্যবস্থা করেছি। ৬২ জন শ্রমিকের মৃতদেহ গ্রামের বাড়ি পাঠানোর ব্যবস্থা করেছি। ৫৪ জন মৃত শ্রমিকের পরিবারকে ৭৯ হাজার টাকা করে ক্ষতিপূরণ দিয়েছি। আমরা শ্রমিকের পাশে আছি এবং থাকবো।'

ইঞ্জিনিয়ার সেকেন্দার আলী ২০০০-কে বলেন, 'পলাশবাড়ীতে দুর্ঘটনাকবলিত স্পেকট্রামের পাশে মাটি ভরাট করে নতুন ভবন নির্মাণ করার যে প্রক্রিয়া চলছে তাতে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের কোনো অনুমোদন নেই।' একইভাবে রাজউকের প্রধান পরিকল্পনাবিদ সাপ্তাহিক ২০০০-কে বলেন, 'স্পেকট্রাম ভবনের পাশে নতুন ভবন করার জন্য রাজউককে কোনো নকশা প্রণয়ন করা হয়নি'

সাভারের স্পেকট্রাম দুর্ঘটনা জাতি হিসেবে আমাদের জানিয়ে দিল, গত ৩৩ বছরে অনেক ক্ষেত্রেই আমরা তিন ইঞ্চি অগ্রসর হতে পারেনি। বিল্ডিং ধসে পড়া, উদ্ধার সরঞ্জামহীনতা, বিদেশীদের সহযোগিতা প্রত্যাখ্যান করা, দুর্ঘটনা এলাকায় প্রধানমন্ত্রীর লালগালিচা সংবর্ধনা দেয়া, বিরোধীদলীয় নেত্রীর নিরাপত্তার অভিযোগে সেখানে যেতে বাধা দেয়া এবং এই অজুহাতে না যাওয়া এর উজ্জ্বল প্রমাণ। শুধু তাই নয়, দুর্ঘটনার পর স্পেকট্রামের মালিক শাহরিয়ার সাঈদ এবং হাশেম ফকিরের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগে বলা হয়েছে, 'এটা কোনো খুন নয়।'

এ প্রসঙ্গে সাভার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নজরুল ইসলাম সাপ্তাহিক ২০০০-কে বলেন, 'মামলা নম্বর ৪৮, তারিখ ১২-০৪-০৫, ধারা ৩০৪ (ক)/ ৩৩৮ দন্ডবিধিতে অভিযুক্ত স্পেকট্রাম গার্মেন্টসের মালিক শাহরিয়ার সাঈদ এবং পরিচালক হাশেম ফকির জামিনে আছেন। আইন তার নিজস্ব গতিতে চলছে।' থানায় দায়ের করা মামলায় উল্লেখ আছে ১২টি মৃতদেহ ও ৮০-৯০ জনকে জীবিত উদ্ধারের কথা। অথচ এখানে বিজিএমইএ ৬৪টি মৃতদেহ শনাক্ত করেছে, উদ্ধার করেছে ১৫০ জন আহত শ্রমিককে।

স্পেকট্রাম দুর্ঘটনার পরদিন ১৩ এপ্রিল দুর্ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে গৃহায়ণ ও গণপূর্তমন্ত্রী মির্জা আব্বাস এমপি সাংবাদিকদের বলেছিলেন, সম্পূর্ণ অবৈধ পন্থায় অপরিকল্পিতভাবে ৯তলাবিশিষ্ট গার্মেন্টস ভবনটি নির্মাণ করা হয়। অনুমোদনহীন নকশা ও পরিকল্পনার ওপর তুলনামূলক দুর্বল ভিতের ওপর নির্মাণ হওয়ার কারণেই ভবনটি ধসে পড়ে প্রাণহানির ঘটনা ঘটে।'

মন্ত্রীর উপলব্ধির পরও আবার কীভাবে অনুমোদন ছাড়াই বিল্ডিং তৈরির প্রক্রিয়া শুরু হলো?

নতুন ভবন নির্মাণে সাভার ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড অনুমোদন দিয়েছে কি না জানতে চাইলে ইঞ্জিনিয়ার সেকেন্দার আলী ২০০০-কে বলেন, পলাশবাড়ীতে দুর্ঘটনাকবলিত স্পেকট্রামের পাশে মাটি ভরাট করে নতুন ভবন নির্মাণ করার যে প্রক্রিয়া চলছে তাতে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের কোনো অনুমোদন নেই। একইভাবে রাজউকের প্রধান পরিকল্পনাবিদ সাপ্তাহিক ২০০০-কে বলেন, স্পেকট্রাম ভবনের পাশে নতুন ভবন করার জন্য রাজউককে কোনো নকশা প্রণয়ন করা হয়নি।

সাপ্তাহিক ২০০০-এর অনুসন্ধানে দেখা গেছে, মূল ভবনটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়ে পড়ে আছে। মালিকপক্ষ এর পাশের জায়গা মাটি ফেলে ভরাট করছে। উদ্দেশ্য নতুন ভবন নির্মাণ এবং ব্যবসা চালু করা। মূল ভবনের পাশে নতুনভাবে মাটি ফেলে আবার যে স্পেকট্রাম তৈরি করার চেষ্টা করা হচ্ছে, তাতে যেন কোনো ছলচাতুরি করা না হয়। ভবন নির্মাণে যেন নির্মাণ কোড মেনে চলা হয়। সেদিন গণপূর্তমন্ত্রী জানতেন না, আজ জেনেছেন। সরকারের কোনো মন্ত্রী, উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা স্পেকট্রাম দুর্ঘটনার শিকার শ্রমিকদের সহযোগিতায় এগিয়ে আসতে না পারলেও নতুন কোনো স্পেকট্রাম দুর্ঘটনা ঘটুক এটা নিশ্চয় চাইবেন না।

ছবি : **সালাহ উদ্দিন টিটু**

আনিসুল হক
সভাপতি
বিজিএমইএ

'আমরা দুর্ঘটনার পর ৮টি টিম সেখানে কাজ করেছি। আহতদের বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসার সুব্যবস্থা করেছি। ৬২ জন শ্রমিকের মৃতদেহ গ্রামের বাড়িতে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছি। ৫৪ জন মৃত শ্রমিকের পরিবারকে ৭৯ হাজার টাকা করে ক্ষতিপূরণ দিয়েছি। আমরা শ্রমিকের পাশে আছি এবং থাকবো'

নতুন ভবন নির্মাণে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের অনুমতি নেয়া হয়নি

ইকবাল কবির আলম
ইনচার্জ, স্পেকট্রাম গার্মেন্টস লিঃ

সাপ্তাহিক ২০০০ : ভবন নির্মাণের জন্য নিচু জমি ভরাট করা হচ্ছে। ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের অনুমতি নেয়া হয়েছে কি?

ইকবাল কবির আলম : আমরা মাটি ভরাট করছি মূলত টিনশেড নির্মাণ করার জন্য। তবে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের অনুমতি নেয়া হয়নি। প্রক্রিয়া চলছে।

২০০০ : মাটি ভরাটের মাধ্যমে সরকারি খাল দখল করা হয়েছে।

ইকবাল কবির আলম : ভেঙে পড়া স্পেকট্রামের ধ্বংসাবশেষ সরাতে গিয়ে খাল ভরাট হয়ে গেছে। আমরা সরকারি সার্ভেয়ার দিয়ে মেপে খালের দৈর্ঘ্য বের করেছি। এখন খালের জায়গা বাদেই মাটি ভরাট চলছে। আপাতত কাজের জন্য ভরাট করা হয়েছে। পরবর্তীতে খাল খনন করে দেয়া হবে।

২০০০ : ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে নির্মাণ নীতিমালা মেনে চলছেন কি না।

ইকবাল কবির আলম : ভবন নির্মাণের জন্য বুয়েটের তিনজন ইঞ্জিনিয়ার কাজ করছেন। নির্মাণ নীতিমালা মেনেই ভবন নির্মাণ করা হবে।

২০০০ : অতীতে চারতলা বিল্ডিংয়ের অনুমতি নিয়ে নয়তলা ভবন করা হয়েছিল।

ইকবাল কবির আলম : সেটা নিছক দুর্ঘটনা ছিল। ক্ষতি তো মালিকপক্ষেরই হয়েছে। এবার যতটুকু অনুমোদন পাওয়া যাবে, ততটুকু করা হবে।

ঘরে বসেই পেতে পারেন সাপ্তাহিক ২০০০-এর প্রতিটি সংখ্যা

গ্রাহক হবার নিয়ম

গ্রাহক হার (বার্ষিক ৮০০ টাকা অথবা ষান্মাসিক ৪৫০ টাকা) ব্যাংক ড্রাফটের মাধ্যমে **'সাপ্তাহিক ২০০০'**-এর অনুকূলে যে কোনো ব্যাংক থেকে পাঠাতে পারেন। অথবা সাপ্তাহিক ২০০০-এর কার্যালয়ে নগদ পরিশোধ অথবা মানি অর্ডারের মাধ্যমে গ্রাহক হওয়া যেতে পারে। **মানি অর্ডার অথবা ডিডি** পাঠানোর ঠিকানা : *সার্কুলেশন ম্যানেজার, সাপ্তাহিক ২০০০*
৯৬-৯৭ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।

চেক গৃহীত হয় না। যে কোনো জায়গা থেকে প্রিয়জনকেও উপহার হিসেবে আপনি গ্রাহক করে দিতে পারেন সাপ্তাহিক ২০০০-এর প্রতিটি আকর্ষণীয় সংখ্যার।

সাপ্তাহিক ২০০০ অফিসে ফোন (৯৩৪৯৪৫৯) করেও আপনি গ্রাহক হতে পারেন।